যুগান্তর

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু শনিবার, ৩ বছরে ঝরে পড়েছে ৬ লাখ শিক্ষার্থী

আগের চেয়ে ঝরে পড়া কমেছে, তবে এখনও অনেক- আমরা আরও উন্নতি চাই : শিক্ষামন্ত্রী * মোট পরীক্ষার্থী ২৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ জন

প্রকাশ : ৩০ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষা। ফাইল ছবি

নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র ৩ বছরে ঝরে পড়েছে সোয়া ৬ লাখের বেশি শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থী ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছিল। কিন্তু পরে আর শিক্ষার স্রোতধারায় টিকতে পারেনি।

সমাপনী পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থী এবং এবারের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার্থীদের তথ্য পর্যালোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। আগামী শনিবার এই দুটি পরীক্ষা শুরু হবে। এতে নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে ২৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা সামনে রেখে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

এতে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘ঝরে পড়ার হার আগের তুলনায় কমেছে। তবে এতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা মনে করি এখনও ড্রপ আউটের (ঝরে পড়া) হার অনেক। আমরা আরও উন্নতি চাই। এটা কমানোর পাশাপাশি শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।’

নিু মাধ্যমিকে অতীত রেকর্ডেও শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া গেছে। তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী (ইইসি) পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থী। ওই বছরের পরীক্ষার্থীরা এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

এই দুই পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৬০ জন। অর্থাৎ তিন বছরে ঝরে পড়েছে ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৬৯০ শিক্ষার্থী। অপরদিকে ২০১৫ সালের পিইসি ও ইইসি পরীক্ষায় ৩০ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। আর গত বছর (২০১৮) জেএসসি ও জেডিসিতে ২৩ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬২ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এই হিসাবে গত বছরের ঝরে পড়ার সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৫৯ হাজার ১৮২ শিক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এবার দশমবারের মতো জেএসসি পরীক্ষা হচ্ছে। ২০১০ সালে যখন এই পরীক্ষা শুরু হয় তখন পরীক্ষার্থী ছিল ১৪ লাখ ৯০ হাজার। এবার পরীক্ষা দিচ্ছে ২৬ লাখ ৭০ হাজার। শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নীতি, পদ্ধতি ও পদক্ষেপই এই উন্নতি ঘটিয়েছে। এরপরও কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।'

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমাতে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ক্লাসরুম আকর্ষণীয় করা, দুপুরে স্কুলে খাবার দেয়াসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরপরও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার পেছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও একাডেমিক সমস্যার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কায়সার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'ঝরে পড়ার হার কমলেও এখনও যা আছে তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখছে দারিদ্র্য। পঞ্চম শ্রেণি পাসের পর এখন বাবা চান তার পানের দোকানে বা রিকশার গ্যারেজে ছেলেটি বসুক। তাহলে হিসাব-নিকাশ করতে পারবে। একজন কর্মচারীর বেতন বাঁচবে। এর প্রমাণ হচ্ছে, নিু মাধ্যমিকে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ঝরে পড়ার হার এখনও বেশি।'

আর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, 'জাতীয়ভাবেই দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটছে আমাদের। এর সুফল শিক্ষায়ও পাওয়া যাচ্ছে। যে কারণে গত বছরের তুলনায় এবার ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে নতুন পরীক্ষার্থী।'

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, 'এবার জেএসসিতে মোট পরীক্ষার্থীর ২২ লাখ ৬০ হাজার ৭১৬ জন। জেডিসিতে মোট ৪ লাখ ৯৬৬ জন। সারা দেশে মোট ২ হাজার ৯৮২টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে গত বছর জেএসসিতে পরীক্ষার্থী ছিল ২২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৪৩ জন। জেডিসিতে মোট ৪ লাখ ২ হাজার ৯৯০ জন। সারা দেশে মোট ২ হাজার ৯০৩টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।'

এবার প্রথমবারের মতো জেএসসি পরীক্ষা নিচ্ছে নতুন প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড। দেশের বাইরে ৯টি কেন্দ্রে ৪৫৪ জন শিক্ষার্থী জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। আগামী ২ নভেম্বর জেএসসিতে বাংলা এবং জেডিসি কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ হবে ১৩ নভেম্বর।

এবার জেএসসিতে ৭ ও জেডিসিতে ১০ বিষয়ে পরীক্ষা হবে। শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, আরবি, সংস্কৃত, পালি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের অধীনে আনা হয়েছে।

কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ : সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী ডা. দীপু মনি পরীক্ষা উপলক্ষে সব কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞা ২৫ অক্টোবর শুরু হয়েছে। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এটা বহাল থাকবে। তিনি বলেন, 'কেউ যদি পরীক্ষা চলাকালে কোচিং সেন্টার খোলা রাখে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের আসনে বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো কারণে কারও বিলম্ব হলে নাম, রোল নম্বর ও কারণ লিখে রাখা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আগেই একাধিক প্রশ্ন সেট পাঠানো হবে। পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে কেন্দ্রীয়ভাবে লটারির মাধ্যমে প্রশ্ন নির্বাচন করে প্রশ্নপত্রের খাম খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'প্রশ্নফাঁস হয় না। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে প্রতারণার মাধ্যমে অসাধুরা বাবা-মা ও পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নেয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে। তাই অভিভাবকদের বলব, সন্তানকে অনৈতিকতার পথে নেবেন না। সুসন্তান, দেশ ও আপনার ভবিষ্যৎ। সেভাবেই চলবেন।'

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন ভূঞা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাভেদ আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম গোলাম ফারুক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক কায়সার আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।